ঝিনাইদহে ২০টি চাতালে জলবদ্ধতা! কোটি টাকা লোকসান

ঝিনাইদহে কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকার ফলে শহর ও গ্রামে একই চিত্র ফুটে উঠেছে। সদর উপজেলার ডাকবাংলা বাজারের ত্রিমোহনী এলাকায় জলাবদ্ধতায় ২০ টি চাতাল ও বেশ কয়েকটি বসতবাড়ি তলিয়ে গেছে। পানি উঠেছে চাতালে থাকা শ্রমিকদের ঘরেও। প্রায় দুই মাস যাবৎ বন্ধ রয়েছে চাল উৎপাদন কার্যক্রম। এতে কোটি টাকা লোকসান হয়েছে মালিকদের। বেকার হয়ে অসহায় দিনযাপন করছে দুই শতাধীক শ্রমিক।

শনিবার চাতাল এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, ওই এলাকার চাতালগুলোর পাশে একটি বিল ছিল। এই বিল দিয়ে পানি নিষ্কাশন হত। কিন্তু প্রায় এক বছর আগে শুকনো মৌসুমে এই বিল এলাকায় পুকুর খনন করে স্থানীয় প্রভাবশালী মহল। ফলে বন্ধ হয়ে যায় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা। এখন বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে মানুষ।

চাতাল শ্রমিক আবু তালেব জানান, চাতালে কাজ করে সংসার চলে। কিন্তু বৃষ্টিতে পানি জমে প্রায় দুই মাস চাতাল বন্ধ রয়েছে। ফলে রোজগার না থাকায় কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন পার করতে হচ্ছে। অনেক সময় তিন বেলাও খাবার জুটছে না।

জলাবদ্ধতার স্বীকার একটি বাড়ির মালিক ইমান আলী বলেন, পাশেই পুকুর কেটে বাধ দেওয়ার ফলে বৃষ্টিতে এখানে পানি জমে গেছে। এই পানি বের হতে না পেরে ঘরে ঢুকছে। উপজেলা প্রশাসনকে জানানোর পরও কোন কাজ হচ্ছে না।

চাতাল মালিক ও ডাকবাংলা চাল কল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন ভান্ডারী জানান, চাতালের পাশে প্রভাবশালীরা পুকুর খনন করায় চাতাল এলাকার পানি বের হচ্ছে না। এখন পানি নিষ্কাশন না হওয়াই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বসত বাড়িতে পানি ঢুকছে। তিনি জানান, প্রায় ২০ টি চাতাল ক্ষতিগ্রস্থ। উৎপাদন কাজ বন্ধ।

এ বিষয়ে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসএম শাহীন জানান, এলাকাটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। দ্রতই বিষয়টি সমাধানে চেষ্টা করা হচ্ছে।

বৃষ্টিতেও থেমে নেই কুষ্টিয়ার পু্লিশ সুপার খাইরুল আলম

কুষ্টিয়ায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে, স্বাস্থ্যবিধি মানতে সাত সকালে, কিংবা ভর দুপুরে অথবা পড়ন্ত বিকেলে এভাবেই শহরের প্রতিটি প্রান্তর পরিদর্শন করছেন। তিনি জনসাধারণকে ঘরে রাখতে এবং স্বাস্থ্যবিধি মানতে শতভাগ সফল পু্লিশ সুপার খাইরুল।

এদিকে সরকারের কঠোর লকডাউন মানাতে কুষ্টিয়ায় নজিরবিহীন সৃষ্টি করেছেন এই পুলিশের কর্তাব্যাক্তি। বৃষ্টির মধ্যেও তিনি থেমে নেই। শহরের এ প্রান্তর থেকে ও প্রারন্তর পর্যন্ত তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন কেবল মানুষকে ঘরে থাকার জন্য। বিগত সময়ে তিনি যে শ্রম দিয়েছেন, ঘাম ঝরিয়েছেন আজ দেশব্যাপী কঠোর লকডাউনের প্রথম দিনেই এর সফলতা দেখা যাচ্ছে কুষ্টিয়া জেলাব্যাপী। বিগত দিনগুলিতে তিনি নিজে শহর থেকে গ্রামে ছুটেছেন।

প্রতিটি থানা, পুলিশ ক্যাম্প এবং বীট পুলিশিংকে শতভাগ কাজে লাগিয়েছেন। মিরপুরে স্থাপন করেছেন কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের আধুনিক পুলিশ ব্যারিকেড। শহর থেকে গ্রামগুলোকে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেন পুলিশ সুপার খাইরুল আলম। ফলে স্বাভাবিকভাবে সড়কে লোক যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়।

জননেতা মাহবুবউল আলম হানিফ এমপির আহবানে জেলা প্রশাসক সাইদুল ইসলাম এবং পুলিশ সুপার খাইরুল আলমের নেতৃত্বে এই জেলায় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, গণমাধ্যমের সাথে এক চমৎকার যোগসূত্র তৈরীর মাধ্যমে কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে ঐক্যতান সৃষ্টি হয়েছে। যার শতভাগ ফল পাচ্ছে জেলাবাসী। কমতে শুরু করেছে করোনা শনাক্ত ও মৃত্যুর হার।

একদিকে হাসপাতালকে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল ঘোষণা, একের পর এক অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ, জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে চিকিৎসক, নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা পরিষদ, জেলা আওয়ামীলীগ, সকল উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকলকে উজ্জীবিত এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছেন অপরদিকে পুলিশ সুপারের পৃথক

ভার্চুয়াল সভায় যুক্ত হয়ে লকডাউন বাস্তবায়নে পুলিশ সদস্যদের শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক জননেতা মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি।

কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার খাইরুল আলম বলেন, কুষ্টিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব সুলতানা আফরোজ স্যারও ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে আমাদের নানা রকম পথনির্দেশ দিয়েছেন। জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ কাধে কাধ মিলে নিরলসভাবে কাজ করছে। গণমাধ্যমকর্মীরা লেখনীর মাধ্যমে আমাদের উৎসাহিত করেছেন, মাঠে ময়দানে সঙ্গ দিয়েছেন। কুষ্টিয়ার মানুষকে করোনার মহাদূর্যোগ থেকে বাঁচানোই এখন জেলা পুলিশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

কঠোর লকডাউন বাস্তবায়ন করতে সচেতনতায় ইউ পি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা

সরকারের ৭ দিনের কঠোর লকডাউন বাস্তবায়ন করতে নিজেই মাঠে নেমে সচেতনতা সৃষ্টি করছেন কাথুলী ইউ পি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা। শুক্রবার বিকেল থেকে সরকারের কঠোর লকডাউন বাস্তবায়ন করতে এবং নিজ নির্বাচনী এলাকার মানুষ গুলোকে নিরাপদ রাখতে নিজেই মাঠে নেমে কাজ করে চলেছেন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।

কাথুলী ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে যেয়ে সময় মত দোকান পাঠ বন্ধের নির্দেশ এবং দোকানের মাচা গুলো সাথে সাথে উঠিয়ে দেওয়াসহ সকলকে বাসায় থাকতে বলেন।

মিজানুর রহমান রানা জানান, সরকারের ৭ দিনের কঠোর লকডাউন বাস্তবায়ন করতে এবং আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষ গুলো সুস্থ রাখতে আজ প্রতিটা গ্রামে গ্রামে যেয়ে মানুষকে সচেতন করছি, যাতে করে আমার ইউনিয়ন বাসী মহামারী করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং সুস্থতার সাথে যেন থাকতে পারে।

তাই আমি মসজিদে সসহ রাস্তায় মাস্ক বিহিন যারা ছিল তাদের মাস্ক দিয়ে বাড়িতে যাওয়ার আহব্বান জানাই।এবং এমন অভিযান ইতিমধ্যে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম স্যার মোবাইল কোটের মাধ্যেমে জরিমানা করে মানুষকে সচেতন করছেন,

এছাড়াও মাননীয় সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন ভাই ফোনের মাধ্যেমে আমাদের কে নিজের এলাকার মানুষ গুলো যেন বাসায় থাকে সে বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন, তাই আমি নিজে মানুষের কল্যানে আমার ইউনিয়ন বাসী কে সুস্থ রাখতে নিয়োমিত এমন অভিযান চালিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ্।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিস এর এক কর্মকর্তার মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার নির্বাহী অফিসের কার্যালয় এক কর্মকর্তার মৃত্যু মোঃ জিন্নাত আলী (৫২) শুক্রবার সকাল আটার সময় মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া দামুড়হুদা উপজেলা কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের জাহাজপোতা গ্রামের মৃত কেসমত মণ্ডলের ছেলে।

তিনি তার দীর্ঘ কর্মজীবনে একজন অত্যন্ত ধর্মভীরু কর্তব্যপরায়ণ আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও আনুগত্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার মৃত্যুতে উপজেলা পরিবারের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ ও তার আত্নার মাগফিরাত কামনা করছেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদিপ্ত কুমার সিংহ সহ সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

কুষ্টিয়ায় বাসদের উদ্যোগে করোনা হেল্পডেস্ক

করোনায় আক্রান্তদের বিনামূল্যে নানা সহায়তায় চালু করা হয়েছে ‘হেল্প ডেস্ক’। তারা করোনায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য নানান সেবা চালুর ঘোষণা দিয়েছেন। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) কুষ্টিয়া জেলা শাখা করোনাকালীন এই সময়ে এবং লকডাউনে মানবিক সহায়তায় এগিয়ে এলো।

শুক্রবার বিকেলে কুষ্টিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে সংগঠনের কার্যালয়ে করোনা হেল্প ডেস্ক আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাসদ কুষ্টিয়া জেলা কমিটির আহ্বায়ক কমরেড শফিউর রহমান শফি।

অনুষ্ঠানে বাসদ কুষ্টিয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড আশরাফুল ইসলাম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাবেক নেতা বিশ্বজিৎ সাহা শন্টু, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ কুষ্টিয়া জেলা শাখার প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক কারশেদ আলমসহ বাসদ কুষ্টিয়া জেলা কমিটি নেতৃবৃন্দ ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাসদ নেতৃবন্দ বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত রোগী বাড়ছেই। এ সংকট মোকাবেলায় বাসদ কুষ্টিয়া জেলা শাখা করোনা রোগীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পরিকল্পনা নিয়েছে।

জেলা বাসদের আহবায়ক কমরেড শফিউর রহমান শফি বলেন, করোনায় আক্রান্ত রোগীদের সহায়তায় বিনামূল্যে চিকিৎসা পরমর্শ, ওষুধ, অক্সিজেন সরবরাহ করবেন তারা। এজন্য রোববার থেকে একটি ‘হেল্প ডেস্ক’ চালু করা হয়েছে।

০১৩০৪৯১৪৩৪৮, ০১৯১৭৮১৭৪৪৭, ০১৬২৫৮২২৯৬৪ নম্বরে কল করে যে কেউ এ সহায়তা নিতে পারবেন।

আলমডাঙ্গায় সর্প দংশনে ২ সন্তানের জননীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গার পাইকপাড়ায় সর্পদংশনে ২ সন্তানের জননীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে এ ঘটনাটি। পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত মহিলা রোজিনা খাতুন পাইকপাড়া গ্রামের কাউসার আহমেদের স্ত্রী। জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের কাউসার আলির স্ত্রী সকালে শ্যালো মেশিন ঢাকতে যায়।

এ সময় শ্যালো মেশিনের নিকট থাকা বিষধর সাপ তাকে দংশন করে। দ্রুত পরিবারের লোকজন তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়ার সময় পথের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। একই দিন বিকেলে মৃত রোজিনার দাফন সম্পন্ন হয়।

কুষ্টিয়ায় কোভিড-১৯ রোধে পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিজিবি, র্যাব ও আনসার ডিপ্লয়মেন্ট বিষয়ে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় (কোভিড-১৯) করোনা ভাইরাস রোধে পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিজিবি, র্যাব ও আনসার ডিপ্লয়মেন্ট বিষয়ে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১ জুলাই) সকাল সাড়ে ১০ টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের সভাপতিত্বে এসম বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম, সেনাবাহিনীর লেঃ কর্নেল মোঃ ইয়াসিন সারোয়াত, বিজিবি’র লেঃ

কর্নেল মোর্শেদ, এনএসআই জয়েন্ট ডিরেক্টর মোঃ ইদ্রিস আলী, মেজর মাহফুজুর রহমান সহ জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, জেলায় প্রতিদিনই করোনারোগী বাড়ছে। করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা ও বাধ্যতামূলকভাবে মাস্কের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং লকডাউন কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। তিনি করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি সবাইকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি পুলিশ সুপার মোঃ খাইরুল আলম বলেন জেলা পুলিশ কুষ্টিয়া বিগত ১০ দিন কুষ্টিয়াতে যে ভাবে সর্বাত্মক লকডাউন বাস্তবায়ন করেছে ঠিক একই ভাবে সেনাবাহিনী,বিজিবি, র্যাব, আনসার ও ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে সুসমন্বের মাধ্যমে লকডাউন সঠিক ভাবে বাস্তবানের জন্য তৎপর থাকবে। এ ক্ষেত্রে জেলা পুলিশ কুষ্টিয়ার সকল সিনিয়র অফিসার মাঠে থেকে প্রত্যক্ষভাবে ডিউটি তদারকির মাধ্যমে সাধারণ লোকদের লকডাউন বাস্তবায়নে বাধ্য করবে।

দামুড়হুদায় কঠোর লকডাউনের প্রথম দিনে প্রশাসন ছিল ব্যাপক তৎপর

দামুড়হুদা উপজেলা ৭ দিনের কঠোর লকডাউনের প্রথম দিনে প্রশাসন ছিল ব্যাপক তৎপর। অভিযানে বিধি-নিষেধ ভঙ্গের দায়ে কিছু মানুষকে জরিমানা সহ সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত প্রশাসন ছিলো কঠোর ভূমিকায়।

বৃহস্পতিবার ১ জুলাই ভোর ৬টা থেকে শুরু হয়ে ৭ জুলাই পর্যন্ত কঠোর লকডাউনের ১ম দিন কঠোর ভাবেই পালিত হয়েছে। সরকারী নির্দেশ বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য পুলিশ, বিজিবি, আনসার সহ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ টহলে ছিলেন বলে জানাগেছে। এদিকে দামুড়হুদা-হাউলী-দর্শনা সহ সমস্ত উপজেলার চিত্র অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিলো বলে জানান দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী

অফিসার দিলারা রহমান।

তিনি বেশ কিছু এলাকায় মানুষকে আইনের বিধি-নিষেধ ভঙ্গের কারণে জরিমানাও করেন। গতকালের লকডাউন বাস্তবায়নে ও বিভিন্ন অপরাধ ও অনিয়ম তদারকি ও ভ্রাম্যমাণ পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান সহ দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনা (ভূমি) সুদিপ্ত কুমার সিংহ, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ কুমার বসাক এবং সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বিএম তারিক-উজ-জ্জামান।

তারা বেশ কিছু এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিজিবি ও পুলিশের কর্মকর্তাগন। তারা সকলকে সরকারী নির্দেশ মেনে চলার জন্য অনুরোধ করেন।

কোটচাঁদপুরে কঠোর লকডাউন বাস্তবায়নে সক্রিয় প্রশাসন

মহামারী করোনা সংক্রমণ রোধে বৃহস্পতিবার থেকে দেশব্যাপী সর্বাত্মক কঠোর লকডাউন ঘোষনার প্রথম দিনে সক্রিয় ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার স্থানীয় প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও পুলিশ।

পৌর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে দেখা যায় সাধারণ মানুষের তেমন চলাচল নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ। মহাসড়কে যানবাহনের চলাচল না থাকলেও শহরের মধ্যে মোটরসাইকেল ও ইজ্ঞিন চালিত যান চলাচল লক্ষ করা যায়। একদিকে প্রশাসনের নজরদারী অপরদিকে সকাল থেকেই থেমে থেমে আষাঢ়ের বৃষ্টিতে সাধারণ মানুষ প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হতে দেখা যায়নি। অনেকে আবার বৃষ্টির মধ্যেই বের হয়েছেন প্রয়োজনীয় কাজ সারতে।

অন্যদিকে দিন মজুর, খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষেরা পরিবারের সদস্যদের মুখে খাবার তুলে দিতে লকডাউন ও আষাঢ়ের বৃষ্টি উপেক্ষা করে বের হয়েছেন উপার্জনের আশায়। সরকার ঘোষিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নির্দেশনা বাস্তবায়নে লকডাউন সফল করতে গণপরিবহন ও দোকানপাট বন্ধ

রাখা এবং অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হওয়া, সেই সাথে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখাসহ মাস্ক পরিধানে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করছে প্রশাসন।

এসময় জনসাধারণের মধ্যে সচেতন করতে নির্দেশনা ও আইন অমান্যকারী অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জরিমানা করেন দায়িত্বরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার আছাদুজ্জামান রিপন। এরই মধ্যে কিছু মানুষের মধ্যে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। প্রশাসনের সচেতনতামূলক কোন কর্মসূচীই যেন পৌঁছাচ্ছে না এই সব মানুষের মধ্যে। প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে অনেক ব্যবসায়ী স্বাস্থ্যবিধি না মেনেই অবাধে ব্যবসা চালিযে যাচ্ছেন। এমনকি মাস্ক ব্যবহারেও রয়েছে অনিহা। দেখে বুঝার উপাই নেই মহামারী করোনার থাবা পড়েছে এই দেশে।

এদের অনেকে প্রশাসনের হাতে ধরা পড়ে অনেক সময় গুনতে হচ্ছে জরিমানা। কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আছাদুজ্জামান রিপন জানান, সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়নে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পুলিশ, সেনাবাহিনী, গ্রাম পুলিশ ও আনসার সদস্যরা দিন রাত কাজ করে যাচ্ছে। বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। বিভিন্ন সময়ে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে করা হচ্ছে জরিমানা। তিনি বলেন, সবার আগে প্রথমে আমাদের নিজেদেরকে সচেতন হতে হবে। নিজে বাঁচলে বাঁচবে তার পরিবার, রক্ষা পাবে দেশ ও জাতি।

মুক্তিযুদ্ধে ১৬ জন নিহত! শহীদের মর্যাদা চান কোহিনুর ভিলার সদস্যরা

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পানি ও খাবার দিয়ে সহযোগিতা করেছিল কুষ্টিয়া শহরের দেশওয়ালীপাড়ার কোহিনুর ভিলার সদস্যরা। আর এ কারণে ওই পরিবারের ১৬ সদস্যকে ১৯৭১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিল রাজাকার

আলবদর ও আলশামস বাহিনীর সদস্যরা।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কোহিনুর ভিলার সামনে মুক্তিযোদ্ধা মনোগ্রাম খচিত একটি সাইনবোর্ডে নিহত ১৬ জনের নাম লেখা রয়েছে। ভেতরে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল দীর্ঘদিনের পুরোনো ওই বাড়ির জরাজীর্ণ অবস্থা। একতলা বাড়িটির ছাদে টিন, রেলের পাত ও শালকাঠের পিলার দেয়া।

সেসব সহ পলেস্তারা খসে পড়ছে। তবে বাড়িটি বসবাসের অযোগ্য হলেও জোড়াতালি দিয়ে কোনো রকমে বসবাস করছে পরিবারের সদস্যরা। এছাড়াও কোহিনুর ভিলার পেছনে ১৬ জনের গণকবরটিও রয়েছে অযত্ন আর অবহেলায়। বছরের আজকের দিনটিতে কেবল পরিবারের পক্ষ থেকে মিলাদ মাহফিল করা হয়ে থাকে। তবে মুক্তিযুদ্ধ সংসদ কিংবা প্রশাসনের আয়োজনে কোনো অনুষ্ঠান বা শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় না।

কোহিনুর ভিলার সদস্য আব্দুল হালিম বলেন, ১৯৭১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে কোহিনুর ভিলার ১৬ সদস্যকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিল রাজাকার আলবদর ও আলশামস বাহিনীর সদস্যরা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পানি ও খাবার দিয়ে সহযোগিতা করার কারণে তাদের হত্যা করা হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের গণকবর দেয়। হত্যার শিকার ওই ১৬ সদস্যের মধ্যে কোহিনুর ভিলার গৃহকর্তাসহ তার স্ত্রী-সন্তান, কর্মচারী, আত্মীয় ছিল।

তিনি বলেন, ‘কোহিনুর ভিলার সামনে মুক্তিযোদ্ধা মনোগ্রাম খচিত ওই সাইনবোর্ডটি দেখে মানুষ মনে করে আমরা সরকারিভাবে অনেক সহযোগিতা পেয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের কোনো সহযোগিতা করা হয় না। আমাদের থাকার ঘরের পরিবেশ নেই এবং সেই গণকবরটিও অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে আছে।

তিনি সরকারের কাছে দাবি করে বলেন, ‘কোহিনুর ভিলার নিহতদের যেন শহীদের মর্যাদা দেয়া হয়। আমরা পরিবারের সদস্যরা সেই অপেক্ষাতে আছি।

কুষ্টিয়া জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার হাজী রফিকুল আলম টুকু বলেন, ‘এই কোহিনুর ভিলা রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এই বাড়িসহ গণকবরটি নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা হচ্ছে। আশা করি আমরা স্মৃতি সংরক্ষণ করতে সক্ষম হব। ওই পরিবারের একজনকে আমরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব। আর ওই নিহত ১৬ জনকে শহীদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা

□□□□